সংবাদ

3 OCT 2017

ঢাবি অ্যালামনাইয়ের সম্মাননা পেলেন ৭ বিশিষ্ট নাগরিক

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে অনন্য ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি হিসেবে প্রথমবারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়জন ইমেরিটাস অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিকে সম্মাননা দিয়েছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (ডুয়া)। গত রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনস্থ অ্যালামনাই ফ্লোরে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ৬৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ সম্মাননা তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এ. কে. আজাদ।

সম্মাননাপ্রাপ্ত ইমেরিটাস অধ্যাপকরা হলেন- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সুলতানা সারওয়াতারা জামান, দর্শন বিভাগের আব্দুল মতিন, ইংরেজি বিভাগের সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বাংলা বিভাগের আনিসুজ্জামান, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের নাজমা চৌধুরী এবং ফ্লিনিক্যাল ফার্মেসি অ্যান্ড ফার্মাকোলজি বিভাগের আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী। এছাড়া মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীমকে।

সম্মাননাপ্রাপ্তদের প্রত্যেককে স্বর্ণপদক, নগদ অর্থ ও উত্তরীয় পরিয়ে দেয়া হয়। বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীমের পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন তার মেয়ে জাতীয় অধ্যাপক সুফিয়া আহমেদ। অনুষ্ঠানে সম্মাননাপ্রাপ্তরা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। মূল আলোচনার আগে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, জাতীয় পতাকা ও বেলুন ওড়ানোর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজনের সূচনা হয়।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, এবারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সম্মানিত করা হলো, যা আগে কখনো করা হয়নি। এই সম্মাননা এবারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে একটি ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে। বিশ্বের অনেক দেশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু কোন বিশ্ববিদ্যালয় দেশ প্রতিষ্ঠা করেনি। একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই একটি দেশের সৃষ্টি করেছে। আজকে যাদের সম্মানিত করা হয়েছে, তারা এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন, উদার ও অসাম্প্রদায়িক। তাদের বক্তব্যকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়াই আমার মূল লক্ষ্য হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের (সম্মাননাপ্রাপ্তদের) যে অবদান, সেটার স্বীকৃতি হিসেবে এ সম্মাননা দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় আমার দুর্বলতার জায়গা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের কর্মকাণ্ডে আমি অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছি। সে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে ডাকা হলে আমি না করতে পারি না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু জ্ঞানদানের জন্য নয়, এ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের করপোরেট লাইফের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে, ছাত্রদের রাজনীতি করতে শেখায়।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইদের অবদানের কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে অ্যালামনাইদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আশা করি ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। উল্লেখ্য, প্রথমবারের মতো এবারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতেই অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় ইমেরিটাস অধ্যাপক ও অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিকে সর্বোচ্চ সম্মাননা দিয়েছে।